EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে "মধুমিতা" প্রকল্প

ঢাকা, ১৭ই সেপ্টেম্বর -- এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ রোধ কল্পে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আজ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে "মধুমিতা" নামে ১ কোটি ৩০ লাখ ডলার ব্যয়ে নতুন একটি স্বাস্থ্য উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচি বাংলাদেশে ঝুঁকির সম্মুখীন ২০ লাখ মানুষকে এইচআইভি-প্রতিরোধ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশে এই রোগ বিস্তার প্রতিরোধে সহায়তা করবে। ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল-এর অংশীদারিত্বে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা 'ইউএসএআইডি' এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

৫০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে "মধুমিতা" বাংলাদেশের ৩০ শতাংশ ঝুঁকির সম্মুখীন মানুষকে সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে। শিরায় মাদক গ্রহণকারী, পুরুষ, নারী, হিজড়া যৌনকর্মী ও তাদের মক্কেল এবং এইচআইভি পজিটিভরা এই লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত। এসব কেন্দ্র থেকে যৌনবাহিত সংক্রমণের জন্য স্বেচ্ছা পরামর্শ, এইচআইভি পরীক্ষা, চিকিৎসা প্রদান ও প্রতিরোধ সেবা প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও এই কেন্দ্রগুলি শিরায় মাদক গ্রহণকারীদের পুনর্বাসন, সুস্থ হয়ে উঠছে এমন মাদক গ্রহণকারীদের চাকুরীর জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনতা বার্তা প্রচার করবে। মধুমিতা এইচআইভি/এইডস আক্রান্তদের সেবা ও তাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিসমূহেও সহায়তা প্রদান করবে।

'ইউএসএআইডি'র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের মানুষ বিশেষত হত-দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। 'ইউএসএআইডি' বাংলাদেশে পাঁচটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, সুশাসনে সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সহায়তা প্রদান। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত ৫শ' কোটি ডলারেরও বেশি প্রদান করেছে। ঘূর্ণিঝড় সিডর আক্রান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট সহায়তাসহ ২০০৯ সালে 'ইউএসএআইডি'র পরিকল্পিত সহায়তার মোট পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১৭ কোটি ২০ লাখ ডলার।

==========

জিআর/ ২০০৯

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov *এবং ওয়েবসাইট:* dhaka.usembassy.gov *যোগাযোগ করুন।*